বিষহরা

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

একদা ফাগুন মাস কবি অন্যমন
দাওয়ায় বসিয়া রচে বিচিত্র বরণ
যাহার পেলব ছবি মনোরম অতি
সহসা দংশিল বক্ষে সেই প্রজাপতি।

তখন বসন্ত হাওয়া বেণুগন্ধময়
দেখিতে দেখিতে দেহ নীল বর্ণ হয়।
দুচোখ জুড়িয়া সাঁঝ মধুছন্দা কতি
নীলাভ ডানায় আহা! নামে প্রজাপতি।

তনুতে চন্দন বুটি দিব্য সুলোচনা
বিস্ময় আবিষ্ট বিশ্ব। বিষের যাতনা
বোঝা কৈল সব অঙ্গ, সাঁঝ হৈল সার
ওঝা নাই চরাচরে কে কবিবে ঝাড়?

নিদাঘ বরষা যায়; অন্যে নাহি মতি
পুনশ্চ দংশনে বিষ হর প্রজাপতি।

আমার প্রেমিকা

লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ

অরুণ আলোর মতো স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল সহৃদয়ে তার মুখ,
কবিতার পাণ্ডুলিপির মতো তরঙ্গিনী বুক ও বুকের গভীর,
ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্নার মতো স্বাদ তার কথা ও হাসি
অথবা গোলাপভূমির ঘ্রাণ শৈশবের কথামালা
দুই চোখ অপরাহ্নের আলোর মতো গভীর ও হৃদয়প্লাবী,
তার সর্বাঙ্গ গরম দুধের মতো বলকারক ও উপকারী
কিংবা ওষধি জরা ও জীর্ণতা ভেঙে কেবলই জীবনদায়ী,
প্রাচীন স্তোত্র ও প্রার্থনার মতো পবিত্র ও অপরূপ তার হৃদয়;
প্রেমের জন্মদিন থেকে সে কেবলই শুদ্ধ ও শুদ্ধ, তাকে আমি
এরকমই দেখতে ভালবাসি, এরকমই প্রণয়ের ভাষা।
ভাবতে পারি না তাকে ক্লেদময় নদী ও নরক।
অথবা তার শরীর ক্ষয় ও ধ্বংসের জীবানুবাহী
কে চায় অনলের উপমায় রূপকে সাজাতে সে কি প্রেমিক?
ভাবতে পারি না বাহুর কেষ্টনী কেন্নো কুণ্ডলীর মতো
তার চোখ মুখ, হাতের আঙুল, বুক ও নদী তীর্থক্ষেত্রের মতো
পূণ্য ও পবিত্রভূমি, কেননা তার গোপন অঙ্গে অঙ্গে আমার চুম্বন
আনন্দ ও লীলা, প্রেমিকের এই একটিই ভূমি এবং পবিত্র;
দাহ নয়, জীবন রচনায় শুধু সঞ্জীবন মন্ত্র, সেই-ই একা।

রামী রজকিনী

মনোরঞ্জন খাঁড়া

দু'হাত ডুবিয়ে চেটে-পুটে আশ মিটিয়ে পেট পুরে খেয়ে দেয়ে
আমি তোমারই ঘাটে হাত ধোব বলে তিনপ'র বেলা অবধি বসে থাকি
গো রজকিনী।
গোল মরিচ লবঙ্গ দারুচিনির সওদা বোঝাই লস্করী চোদ্দ মধুকর
কবে যে ভিড়বে ঘাটে! ফুরায় যৌবন
বেবাক বাসনা-বিষ নাড়িতে গচ্ছিত রেখে তীর্থের কাক বসে থাকি গো
রজকিনী তোমারই ঘাটে।

যদি ভুলক্রমে মাঝরাতে মার্তণ্ড বিভ্রমে আবেগের বজ্র-ঝোড়ো হাওয়া
কোনদিন ডোবায় তোমাকে সেই আশায় সব কলঙ্গ মাথায় নিয়ে
তেমন কুলটা নারী তোমাকে রজকিনী
আমি ছাড়া কে আর উদ্ধারিবে?

আমার হা-অন্নের ঘর হা-কষ্টের ত্রিসন্ধ্যা
আর দশদিক হাটখোলা বারান্দার কাক রাত্রি হা-হা,
বিলাসপুর বাঁয়ে রেখে সোজাপথে এগোলেই আছি আমি
বটতলা মরা তেতুঁল গাছের ছায়া ডিঙিয়ে,
অতিথিপুরের গোশোড় চড়কতলা মোসলমান পাড়ার কবরস্থান
পীরের দরগা বেরিয়ে ওলাইচণ্ডীর দ'। মদের গেলাস হাতে
আমাকে সেখানেই পাবে।

সাত জনম আঁধার জপ করতে করতে
আমি সেই ঘাটে ভাঙা তরী নিয়ে বসে আছি গো রজকিনী
তোমায় পার করব বলে।

ভাবমূর্ত্তি

আশুতোষ রাণা

সামনা সামনি নেই বলে
কথা-ফুল মালা দিয়ে
তোমার স্বরূপটিকে খুশি মতো
ঢাকা দেওয়া যায়।

ফলত যেমন ছিল
নির্মাণের ধারাপাতে
তার চেয়ে বেশ কম খাড়া হও
ভাবমূর্ত্তিতায়

সৃষ্টিসন্ধান